

ক্ষমা এবং পুনর্মিলন
(অনুশীলন বই)

FDM
•WORLD

Craig Caster

Forgiveness and Reconciliation in Bengali

ফ্রেইগ কাস্টার

ক্ষমা এবং পুনর্মিলন

(অনুশীলন বই)

যীশু বলেছিলেন“...এবং আমাদের পাপ ক্ষমা করুন, যেমন আমরা, যারা আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে তাদেরও আমরা ক্ষমা করেছি”

মুখি : ৬ - ১২

পরিবারই শিষ্যত্বের মন্ত্রনালয়

১৩১ বেনি লেন, এস টি ই বি #১০২

ড্রিপিং স্প্রিংস, টি এক্স ৭৮৬২০

ফোন: (৬১৯)৫৯০ ১৯০১

ইমেইল: টিম@এফ ডি এম.ওয়ার্ল্ড

ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ.এফডিএম.ওয়ার্ল্ড

FORGIVENESS & RECONCILIATION IN BENGALI

পৃষ্ঠা-১

ক্ষমা এবং পুনর্মিলন - ভি ২.০ পালক ক্রেগ কাস্টার দ্বারা প্রচারিত

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত, এই বইটি কোন ভাবেই পরিবর্তন বা সম্পাদিত করা যাবে না। শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশনা করা যেতে পারে। এই বইটি ব্যয় ছাড়াই বা সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বা অন্যের কাছে প্রচার এর জন্য প্রকাশকের অনুমতিতে পুনরায় ছাপানো যেতে পারে। অন্যথায় উল্লেখ করে বইটিতে সমস্ত বাইবেল উল্লেখগুলি আমেরিকান নিউ আমেরিকান স্টাভার্ড সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম মুদ্রণ , ২০১৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রিত

যোগাযোগের মাধ্যমে অতিরিক্ত অনুলিপিগুলি পাওয়া যেতে পারে।

পরিবারই শিষ্যত্বের মন্ত্রনালয়
১৩১ বেনি লেন, এস টি ই বি #১০২
ড্রিপিং স্প্রিংস, টি এক্স ৭৮৬২০
ফোন: (৬১৯)৫৯০ - ১৯০১
ইমেইল: টিম@এফ ডি এম.ওয়ার্ল্ড
ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ.এফডিএম.ওয়ার্ল্ড

এফ ডি এম. ওয়ার্ল্ড

লেখক পরিচিতি

পালক ফ্রেইগ কাস্টার পারিবারিকভাবে শিষ্যত্ব লাভকারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক। ইং - ১৯৯২ সালের শুরুতে পালক ফ্রেইগ প্রভুর কাছ থেকে পরিবারের জন্য বোঝা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর জীবনের এই সময়ে ফ্রেইগ ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিএগোতে একটি বৃহৎ উন্নয়নশীল সংস্কার সহ-সভাপতি ছিলেন এবং একটি বিবাহ শিক্ষার নেতৃত্বের পাশাপাশি একটি যুব সংগঠনের নেতৃত্বদান ও পরিচালক হিসাবে সুদীর্ঘ আট বছর নিষ্ঠার সাথে কাজ করছিলেন। এই বছরগুলির মধ্যেই সদাপ্রভু ঈশ্বর উক্ত কাজগুলির জন্য নেতৃত্বের নতুন অনুপ্রেরনা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন এবং ১৯৯৩ সালের জানুয়ারীতে পালক ফ্রেইগ তাঁর কর্ম জীবনটি ঈশ্বর প্রদত্ত কাজের জন্য এবং পূর্ণ সময়ের পরিচর্যার জন্য পূর্বের প্রাতিষ্ঠানিক কাজটি ছেড়ে দেন।

১৯৯৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিএগোতে পারিবারিক শৃঙ্খলা আনয়ন কার্যক্রমগুলি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে।

পারিবারিক পরামর্শ, সেমিনার এবং পরিবার মন্ত্রনালয়ের সংস্থানগুলির বিশ্বস্ত সংস্থান হিসাবে পালক ফ্রেইগ অনেকগুলি সুসমাচার প্রচারমূলক গীর্জার মধ্যে সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি বাইবেল ভিত্তিক বিবাহ এবং পিতামাতার সরঞ্জামগুলি বিকাশ করেছেন এবং দেশ-বিদেশের চার্চগুলিতে আয়োজিত সেমিনারগুলির মাধ্যমে হাজার হাজার শিখিয়েছেন। এই বাইবেলের সেমিনারগুলি সান দিয়েগো কাউন্টি দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, এবং পিতা-মাতার ক্লাশে অংশ নিতে আদালতের আদেশের অধিনে পিতামাতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে। পালক ফ্রেইগ বিভিন্ন স্কুল এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থায় দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ সালে সান দিয়েগো শহরের অ্যাটার্নি কর্তৃক পালক ফ্রেইগকে তাদের প্যারেন্টিং প্রজেক্টটি ডিজাইন করতে সহায়তা করার জন্য বলা হয়েছিল, অল্প বয়সী কিশোরীদের প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কর্মসূচি, পুলিশ বিভাগ, কিশোর প্রবেশন এবং কাউন্টি কোর্টের সহযোগিতায় বাবা-মায়েদের সহায়তা ও সংস্থান সরবরাহ করা হয়েছিল।

তদ্ব্যতীত, পালক ফ্রেইগের নেতৃত্বে পারিবারিক অনুশাসন মন্ডলীগুলির শিশুদের জন্য একটি যুব পরামর্শদাতার নেতৃত্ব হিসাবে গড়ে তুলেছিল এবং বাস্তবায়ন করেছে। ১৯৯৪ সালে ২০০০ এর মধ্যে ৪০০ গ্র্যাজুয়েট সহ একত্রে পিতা-মাতার পরিবার, পালনের যত্ন এবং দলীয় আবাসন গঠন করে গত ২০ বছরে পালক ফ্রেইগ পিতা-মাতা ও শিশু, যুবক পালকদের বিবাহ পরামর্শ দাতা, শিক্ষক এবং প্রভাষক উভয়ের সাথে কাজ করেছেন।

পালক ফ্রেইগ ১৯৮০ সালে বিবাহ করেছেন। বর্তমানে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সহ তাঁদের তিনটি বেড়ে ওঠা সন্তান ও একটি নাতি রয়েছে।

পারিবারিক শিষ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কে

পারিবারিক শিষ্যত্ব মন্ত্রকটি একটি অলাভজনক মন্ত্রিত্ব যা প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক পালক ফ্রেইগ কাস্টারের অধিনে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মন্ত্রকের মূল উদ্দেশ্য হ'ল খ্রিস্টের দেহকে আরও কার্যকর ভাবে পরিবার গুলিতে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই লক্ষ্যটি অর্জনে আমরা পারিবারিক পরামর্শদান, বিবাহ এবং পিতামাতার বিষয়ে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ, আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব, মন্ডলীর নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ সরবরাহ করি। পারিবারিক শিষ্যত্ব মন্ত্রনালয়গুলি ভিডিও এবং অডিও আকারে অনুশিলন বই, পেপারব্যাগ এবং ইংরাজিতে অনলাইনে সংস্থান পাশাপাশি বেশ কয়েকটি অন্যান্য ভাষায় অসংখ্য উপকরণ সরবরাহ করে।

পারিবারিক শিষ্য সংগঠকগুলির দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল খ্রীষ্টিয় গীর্জার কাছে পৌঁছানো এবং তাদের বিবাহ ও পিতামাতার ক্ষেত্রে তাদের সংহতিকে শিষ্য করতে সক্ষম করে তোলা। আজ অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিদেশে হাজার হাজার পিতা-মাতা আমাদের বাইবেলীয় বিবাহ এবং গীর্জার পাশাপাশি আমাদের বিনামূল্যে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে পিতামাতার ক্লাস সম্পন্ন করেছেন।

পৃষ্ঠা -৩

সূচিপত্র

ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব-	পৃষ্ঠা-১-২
*ঈশ্বর নিয়ন্ত্রনে আছেন!	
পথ অনুসরণ এবং দুর্দশা-	পৃষ্ঠা -৩-৪
*পথ অনুসরণ এবং ক্রেশ্টন খ্রীষ্টান জীবনের একটি অংশ!	
ক্ষমাহীনতার ব্যয়-	পৃষ্ঠা -৪-৫
*ক্ষমা সহজ, তবে ক্ষমা করা কঠিন।	
ক্ষমা করবেন কেনো?	পৃষ্ঠা - ৫-৭
*চারটি বাইবেলের কারণ কেনো আমাদের ক্ষমা করা দরকার।	পৃষ্ঠা - ৫-৭
পুনর্মিলন-	পৃষ্ঠা -৭-১৩
*যদি আপনার ক্ষমা করা প্রয়োজন।	
* যদি আপনার ক্ষমা প্রয়োজন।	
ক্ষমার ক্ষেত্রে আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা-	পৃষ্ঠা - ১৩-১৬
*তিজতা এবং ক্ষমতাহীনতার বন্ধন কাটিয়ে ওঠা।	
উপসংহার	পৃষ্ঠা - ১৬
*ক্ষমা করা কঠিন, তবে ক্ষমা না করা আরো কঠিন।	
*অন্যথায় নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত ,সমস্ত ধর্মগ্রন্থের প্রসংঙ্গগুলি নিউ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে।	

ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌম শব্দের অর্থ - সর্বোচ্চ ক্ষমতা, সীমাহীন প্রজ্ঞা এবং পরম কর্তৃত্বের অধিকারী।

"আর পৃথিবী নিবাসীগণ সকলে অবস্তবৎ গণ্য; তিনি স্বর্গীয় বাহীনির ও পৃথিবী-নিবাসীদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কার্য করেন; এবং এমন কেহ নাই যে, তাহার হস্ত থামাইয়া দিবে, কিংবা তাকে বলিবে, তুমি কি করিতেছো?"-দানিয়েল ৪:৩৫

"হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছো, আমাকে জ্ঞাত হইয়াছো। তুমিই আমার উপবেশন ও আমার উত্থান জানিতেছো, তুমি দূর হইতে আমার সংকল্প বুঝিতেছো। তুমি আমার পথ ও আমার সয়ন তদন্ত করিতেছো, আমার সমস্ত পথ ভালো রূপে জানো। যখন আমার জিহ্বাতে একটি কথাও নাই, দেখ, সদাপ্রভু, তুমি উহা সমস্তই জানিতেছো। গীতসংহিতা ১৩৯:১-৪

গীতসংহিতা ১৩৯:১-১৮ শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে নিবিড় ভাবে জানেন, আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং চিন্তা ভাবনা আমাদের জানার পূর্বে তাঁর জানা ছিলো। ঈশ্বরের কাছে আপনার হৃদয় খোলার আগে, যীশুকে প্রভু ও ত্রানকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে, তিনি জানতেন যে আপনি তার কাছে আসবেন কি না এবং আপনাকে স্বাধীন ইচ্ছা হিসাবে উপহার দিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে কারো বিনাশ হোক এবং বেছে নিন যে সমস্ত তার অনুস্মরণ করবে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাকে অস্বীকার করার স্বাধীনতা দান করেন। ঈশ্বর যখন আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি একটি নিষেধ আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যেনো ভালো মন্দের জ্ঞানের গাছটির ফল না খায়। শয়তানের কথা শুনে তারা অবাধ্য হলে মানব জাতি পাপের অভিশাপে এসেছিলেন। আদমের মধ্যে ঈশ্বর মানব জাতিকে ভালো মন্দ বাছাই করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, কিন্তু অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে তিনি মন্দকে বেছে নিয়েছিলেন; অতএব, এটি এখন বাস্তবতা যে খ্রীষ্টে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য বেছে নেওয়া সকলেই এখনো একটি পাপময় বিশ্বে বাস করে এবং তাদের চারপাশের মন্দকে স্পর্শ করে। যদি এটি সত্য না হয় এবং ঈশ্বর তার সন্তানদের সমস্ত সমস্যা ও মন্দ থেকে রক্ষা করেন, লোকেরা কেবলমাত্র একটি সহজ জীবনের নিশ্চয়তা লাভের জন্য তাঁর কাছে ফিরে আসতে প্ররোচিত হবে। আসলে, এটি খুব যুক্তিসংগত যে ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে কাজের ও জীবনের বিষয়ে স্বর্গে যে ঐতিহাসিক চরম পরিষ্কার শুরু হয়েছিলো।

শয়তান ঈশ্বরকে বলেছিলো, ইয়োব কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে, তুমি তাহার চারিদিকে, তাহার বাটির চারিদিকে ও তাহার সর্বশ্বের চারিদিকে কি বেড়া দাও নাই? তুমি তাহার হস্তের কার্য আর্শিবাদ যুক্ত করিয়াছো, এবং তাহার পশু, ধন দেশময় ব্যাপিয়াছে। কিন্তু তুমি একবার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার সর্বস্ব স্পর্শ করো, তবে সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে। ইয়োব ১: ৯-১১।

ঈশ্বর শয়তানকে তার সম্পত্তি, তার সন্তান এবং অবশেষে তার সাস্থ্যের ক্ষতি করার মধ্য দিয়ে ইয়োবের উপর মন্দ আনার অনুমতি দিয়েছিলেন। ঈশ্বর একজন প্রেমময় পিতা এবং তিনি আমাদের জীবনে মন্দ আনেন না; তবে, তাঁর উদ্দেশ্য এবং আমাদের চূড়ান্ত ভালোর জন্য, তিনি আমাদেরকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করতে দেন। কাজেই দুঃখকষ্টের ফলাফলটি ছিলো ঈশ্বরের সাথে পালকের বিশ্বাস এবং ঘনিষ্ঠতা।

ইয়োব বুঝতে পারেননি যে ঈশ্বর কেনো তাকে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে দিয়েছিলেন (ঈশ্বর ঘোষণা করলেন যে তিনি কাজের মধ্যে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন (ইয়োব ২:৩) তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কেনো?" বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে ইয়োব এই প্রশ্নটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, সরাসরি সন্তোষজনক উত্তর চেয়েছে কিন্তু কাজের শক্তি তাঁর গৌরবকে মনোনীবেশ করে যা সৃষ্টিতে প্রদর্শিত হয়। ঈশ্বরের মাহাত্ম্য গভীর ভাবে বোঝার মাধ্যমে কাজে সন্তুষ্ট ছিলো।

পৃষ্ঠা - ৫

যখন আমাদের কষ্ট হয় যেমন-

- আপনি আমাকে কি সেখানোর চেষ্টা করছেন?
- এই দুঃখের সময় আমার জন্য আপনার ইচ্ছা কি?

"ঈশ্বর মন্দ দ্বারা প্রলোভিত হতে পারে না এবং তিনি নিজে কাউকে প্রলোভিত করেন না। কিন্তু প্রত্যেকে যখন প্রলুব্ধ হয় তখন তাকে তার নিজের অভিলাস দ্বারা প্রলুব্ধ হতে হয় এবং প্রলুব্ধ করে।" যাকোব ১:১৩-১৪।

"তখন ইয়োব সদাপ্রভুকে জবাব দিয়ে বললেন, 'আমি জানি যে আপনি সমস্ত কিছু করতে পারেন এবং আপনার কোনো উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করা যায় না.....। আমি কানে তোমার কথা শুনেছি, কিন্তু আমার চোখ তোমাকে দেখে নাই....ইয়োব ৪২:১-৬।

- সত্য হচ্ছে, আপনার জীবনের কোন অংশটি ঈশ্বরের শক্তি, প্রজ্ঞা বা কর্তৃত্বের বাইরে?

* কোন দিন বা পরিস্থিতি আপনাকে স্পর্শ করেছে যে ঈশ্বর আগে জানেন না ?

"তার মধ্যে আমরাও মনোনীত হয়েছিলাম, তার পরিকল্পনার পূর্বেই আমাদের পূর্ব নির্ধারিত করা হয়েছিলো যিনি তাঁর ইচ্ছার উদ্দেশ্য অনুসারে সমস্ত কিছু করেন"... ইফিসীয় ১:১১।

- জীবনের হতাশা, অসুবিধা, কষ্ট এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে আপনার কিভাবে সাড়া দেওয়া উচিত?

ঈশ্বর আমাদের জন্মের আগে আমাদের সাথে যা ঘটবে তা যদি জানতেন, তবে তার আগে যে তার পূর্বসূরির মাধ্যমে আমরা আমাদের দেওয়া জীবন যাপন করার জন্য তার অনুগ্রহের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের শয়তানের স্পর্শ করা থেকে মন্দকে বাঁধা দেয় না, বা আমাদের খারাপ পছন্দ থেকে আমাদের বাঁচান না, তবে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিবদ্ধদের জীবনে ভালো কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। (রোমীয় ৮:২৮-২৯)।

"আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাহার সংকল্প অনুসারে আছত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে। কারণ তিনি তাহাদিগকে পূর্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্বে নিরূপন করিলেন, যেনো ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথম জাত হন। (রোমীয় ৮:২৮-২৯)।

উদাহরণ স্বরূপ, আমরা আমাদের পিতামাতাদের প্রতি তিক্ততা পোষন করতে পারি, যারা আমাদেরকে হতাশ করেছিলেন, পত্নী যিনি আমাদেরকে বিতাড়িত করেছেন, বন্ধুরা যারা আমাদের ব্যর্থ করেছে, মাতাল চালক যিনি প্রিয়জনকে হত্যা করেছেন অথবা আমরা সার্বভৌম ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে পারি।

আমরা যখন খ্রীষ্টের কাছে আসি, আমরা আমাদের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি, খ্রীষ্টই একা আমাদের পরীক্ষাগুলির মধ্যে এবং উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের সাহায্য ও শক্তিশালী করতে পারেন, এবং মন্দকে বের করে ভালোর দিকে আনতে পারেন। কেবলমাত্র আমাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর আমাদের শান্তি দিতে এবং ভালো করতে পারেন, এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রশংসা, সম্মান এবং গৌরব বয়ে আনতে পারেন।

নিম্নলিখিত অংশটি পড়ুন এবং এখানে কী বলছে এবং কীভাবে এটি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ও পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারবেন তা নিজের কথায় লিখুন :-

(অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যে ধ্বংস হয়ে যায় তা স্বর্নের ফলস্বরূপ, যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের সময় প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানের ফলস্বরূপ পাওয়া যেতে পারে।

(১মঃ পিতর, ১: ৩-৭) পড়ুন।

পৃষ্ঠা - ৬

পরীক্ষা এবং দুর্দশা

ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেয়, যে পরীক্ষাগুলি এবং আধ্যাত্মিকতা খ্রিষ্টিয় জীবনের অংশ।

এই সমস্ত তোমাদিগকে বলিলাম, যেন তোমরা আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও। জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ, কিন্তু সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।

(যোহন- ১৬:৩৩ পদ)।

“যীশু আমাদের বলেছিলেন যে আমরা শান্তি পেতে পারি এবং তিনি বিশ্বকে জয় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু এখনো পরীক্ষার মধ্যে আমরা জিজ্ঞাসা করি, “কেন? ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি?” সংশোধনকারী যেমন অপরিশোধিত স্বর্ণকে আগুনে স্থাপন করে এবং তাকে পরিবর্তন আনার জন্য তাপকে পরিচালনা করে, তেমনি ঈশ্বর তার প্রিয় সন্তানদের দুর্দশা গুলির পরিমার্জন করতে এবং আমাদের মুক্তিদাতা, যীশু খ্রীষ্টের ভাবমূর্তিতে রূপান্তরিত করতে দেন।

“তিনি রৌপ্য পরিষ্কারক ও সূচি কারক হইয়া বসিলেন, তিনি লেবির সন্তান দিগকে সূচি করিবেন, এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের ন্যায় তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন, তাহাতে তাহারা সদাশ্রুতর উদ্দেশ্যে ধার্মিকতায় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবে।” (মালাখি ৩:২)।

আমরা যদি ঈশ্বরের মঙ্গল ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজেকে বিশ্বাস করি তবে আমাদের হৃদয় যীশু খ্রীষ্টের ভালোবাসা, আশা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আবদ্ধ হয়ে উঠবে। অন্যেরা তখন আমাদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতার কাজ দেখতে পাবে। (রোমীয় ৮:২৮-২৯) মনে রাখবেন।

“আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে যাহারা তাঁহার সংকল্প অনুসারে আহত তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে। কারণ তিনি যাহা দিগকে পূর্বে জানিলেন তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্বে নিরূপনও করিলেন, যেনো ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথম জাত হন”। (রোমীয় ৮:২৯-৩০)।

ঈশ্বর এ কথা বলেননি যে কিছু কিছু কাজ একসঙ্গে ভালোর জন্যই করা হয়, কিন্তু সব কিছুই, মূল কথা হলো বিশ্বাস; যদি আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি গুলিকে বিশ্বাস করতে এবং আমাদের সমস্ত পরীক্ষার ও দুর্দশা গুলিতে তাকে বিশ্বাস করতে বেছে নি, তাহলে আমরা বিজয়ী হবো এবং ঈশ্বরের গৌরব হবে। “এই অনুচ্ছেদে,.....যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে” তাদের জন্য যারা যীশুকে প্রভু ও ত্রানকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যারা এই বোঝার অর্ন্তভুক্ত যে এই জীবনের ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আমাদের পাপের শক্তি থেকে উদ্ধার করা, যা অনুবাদ করে ঈশ্বরের প্রতি গৌরব ও ধার্মিকতার চেয়ে ধার্মিকতা বেছে নিতে সক্ষম হয়ে উঠেন।

“আর ধন্য ঈশ্বর, তিনি সর্বদা আমাদিগকে লইয়া খ্রীষ্টের বিজয়-যাত্রা করেন, এবং তাহার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সুগন্ধ আমাদের দ্বারা সর্ব স্থানে প্রকাশ করেন (২য় করিন্থীয় ২:১৪)।

- আপনার জীবনে অন্যরা যে যন্ত্রনা দিয়েছিলো তা দিয়ে আপনি কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে রাজি? হ্যাঁ / না
- আপনি কি ঈশ্বরকে পরিষ্কার মাধ্যমে আপনার জীবনকে পরিবর্তিত করার অনুমতি দিতে রাজি আছেন?
- আপনি আপনার জীবনে ব্যথা এবং পরীক্ষার মোকাবেলা করার সময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে রাজি হন?

“যীশু মসীহ বলেছেন” এমন সময় আছে যখন ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে অন্ধকার তুলতে পারবেন না, কিন্তু তার উপর ভরসা করুন, ঈশ্বর এক অসম্পূর্ণ বন্ধুর মত উপস্থিত হবেন, কিন্তু তিনি তা নন; তিনি অপ্রাকৃত পিতার মত উপস্থিত হবেন, কিন্তু তিনি তা নন; তিনি উপস্থিত হবেন অন্যায় বিচারকের মত, তবে তিনি তাও নন; সমস্ত কিছুর পিছনে ঈশ্বরের মনের ধারণা শক্তিশালী এবং মনে রাখুন ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি এর পিছনে না থাকে, তবে বিশেষ ভাবে কিছুই হয় না, সুতরাং আপনি ঈশ্বরের প্রতি নিখুত আস্থা রাখতে পারেন....

মাই আটমোস্ট ফর হিজ হাইয়েস্ট ওসভাল্ড চেম্বার

পৃষ্ঠা - ৭

ক্ষমা না করার মূল্য

ক্ষমা শব্দটির অর্থ আক্ষরিক অর্পণ করা। যখন কোন ঋন ক্ষমা করা হয়, তখন প্রদানের অধিকারগুলি দেওয়া হয়। যদি কেউ আমাকে আঘাত করে এবং আমি তাদের ক্ষমা করে দেই তবে যে আমার প্রতি অন্যায় করেছিলেন তার প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিরক্তি বজায় রাখার স্বাধীনতা ছেড়ে দিই। এটি করার ফলে অনেকগুলি দূর্গ ভেঙে যায় যা সংবেদনশীল এবং মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করা এবং অন্যকে ক্ষমা না করা মানে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া, তাঁর কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া। এই ভাবে, আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে এবং প্রতিশোধ নিতে পারি এমন কোনও অধিকার আমরা ছেড়ে দিই।

ঈশ্বরের মাধ্যমে, আমরা এই অপরাধের জন্য ক্ষমা করি। ক্ষমা শব্দটি ল্যাটিন, পেরডোন্যরে থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ নির্দিধায় প্রদান করা। সত্য ক্ষমা অনুগ্রহযোগ্য, নিরক্ষিত এবং নিখরচায়। এটা ঠিক বা ন্যায্য নয়। শাস্ত্র ভুলে যাওয়া মানে, কারণ শক্তি থেকে দূরে যাওয়া।

যখন আমরা ক্ষমা দিতে অস্বিকার করি, যখন আমাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তার জন্য অর্থ দাবি করার অধিকার বজায় রাখি, কারণ এর জন্য মূল্য দিতে হবে। অবিশ্বাস্যতা, যা অন্য কোনও ব্যক্তি আমাদের প্রতি অন্যায় করছে বলে বিশ্বাস করার সময় আমরা অপরাধ ছাড়তে ইচ্ছুক না হওয়ার ফলস্বরূপ নেতিবাচক সংবেদনশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সর্বাধিক সাধারণ হ'ল বিরক্তি, যার অর্থ আবার অনুভব করা। অসন্তুষ্টি অতীতের বেদনাতে আঁকড়ে থাকে।

এগুলি বারবার উপভোগ করে। ক্ষোভ, স্ক্যান বাছাইএর মত, আমাদের ক্ষত নিরাময়ে বাধা দেয়। “ দেখুন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে কেউই অল্পই আসে না; যে তিজ্ঞতার মূল উত্থিত হয় তাতে সমস্যা হয় না এবং এর দ্বারা অনেকে অশুচি হয়।”
(ইব্রীয় ১২:১৫)।

* ইব্রীয় ১২: ১৫, তে আমরা শিখলাম যে তিজ্ঞতা একটি গভীর শেকড়ের মতো যা মানুষের হৃদয়ে ধারণ করে, যা তখন বৃদ্ধি পায় এবং ফল দেয়; তবে অন্যকে পুষ্টি করার পরিবর্তে এই তিজ্ঞ ফলটি আমাদের এবং অন্য দেরকেও অশুচি করে।

* বেশিরভাগ লোকেরা উদারতা, অসন্তুষ্টি বা তিজ্ঞতার আশ্রয় নিতে স্বীকৃতি দেয় বা তাতক্ষনিকভাবে স্বীকার করে না , কারণ আঘাতের পরে তারা কেবল এটি একটি যৌক্তিক আবেগ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। তারা তাদের অবস্থাতিকে ন্যয়সঙ্গত হিসাবে দেখেন এবং অন্যদের তাদের অভিযোগ শোনার জন্য, বা তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য চেষ্টা করে। ইফিষীয় ৪: ৩১ পদে শিক্ষা দেয় যে কোন ব্যক্তির জীবনে অবিশ্বাস্য প্রমাণ থাকবে যে বিরহের তিজ্ঞ গাছটি তাদের হৃদয়ে বাড়ছে।

”সমস্ত তিজ্ঞতা এবং ক্রোধ, ক্রোধ এবং কোলাহল এবং অপবাদ, সমস্ত তালিকা সহ আপনার কাছ থেকে দূরে থাকুক” (ইফিষীয় ৪:৩১)

ক্রোধ -একটি শক্তিশালী, প্রতিহিংসা পূর্ণ ক্রোধ বা ক্রোধের উদ্দীপনা প্রতিশোধ প্রার্থনা করে।

রাগ- হতাশার সাথে জীবনের চ্যালেঞ্জ গুলিতে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে মনের একটি অবস্থা।

দুষ্ট কথা বলা- নির্দেশ কথা, কারো বিরুদ্ধে মৌখিক নির্যাতন, হটগোল/অপবাদ খারাপ প্রতিবেদন, বিমুখ করা, অপমান এবং মান হানী দ্বারা কারো সুনাম ক্ষত করা।

বিদ্বেষ- ঘৃণ্য অনুভূতি যা আমরা আমাদের হৃদয়ে লালন করি। আর একটি দুর্ভোগ দেখার এবং / অথবা নিজেকে সেই ব্যক্তি থেকে আলাদা করার আকাঙ্ক্ষা, পূর্নমিলনের দিকে কাজ করতে চান না।

নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন,”এগুলির মধ্যে কোনটি আমার জীবনে প্রচলিত আছে?”

*অহংকার-স্ব-ধার্মিকতা * আত্ম-করণা * মানসিক অস্থিরতা * উদ্বেগ, টান এবং চাপ * স্বাস্থ্য সমস্যা * খাওয়ার ব্যধি * আত্মবিশ্বাসের একটি অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি, সম্পর্কের প্রতি আন্তর অভাব (বিবাহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা) * যৌন কর্মহীনতা * বিচারিত অন্যের সমালোচনা ও সমালোচনায় অতি সংবেদনশীল এবং সহজে ক্ষতিগ্রস্ত, শান্তি ও আনন্দের অনুপস্থিতি যীশুর সঙ্গে ভেঙ্গে ফেলা, মিলন বন্ধনে স্বামী হিসাবে নেতৃত্ব দিতে ভয় পায়, স্ত্রী হিসাবে অনুসরণ করতে ভয় পায়।

ক্ষমা করবেন কেনো?

সংঘবদ্ধতা থেকে সৃষ্ট সংবেদনশীল এবং সামাজিক ধংসাত্মক এর পাশাপাশি, আমরা ক্ষমা করতে বাধ্য কারন;

- ঈশ্বর এটি নির্দেশ করেছেন

ঈশ্বরের আনুগত্য ঐচ্ছিক নয়। আমরা কখন তার আজ্ঞা গুলি পালন করবো আর কখন তা করবো না তা স্থির করার ফলে ফলহীন, অকার্যকর এবং আধ্যাত্মিক ভাবে ফলহীন জীবনের দিকে যায়।

“ তবে শত্রুদেরকে ভালোবাস এবং সংকর্ম কর....এবং আপনি সর্বোচ্চ পিতার পুত্র হবেন; কারন তিনি নিজে অকৃতজ্ঞ ও দুষ্ট লোকের প্রতি দয়াবান হন। যেমন আপনার পিতা করুনাময় ও ক্ষমাশীল হন” (লুক ৬: ৩৫-৩৬)

এবং যখন আপনি প্রার্থনা করতে দাঁড়াবেন আর কারো বিরুদ্ধে যদি আপনার কিছু থাকে তবে তাকে ক্ষমা করুন, যাতে আপনার স্বর্গের পিতা আপনাকেও আপনার অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন”। (মার্ক ১১: ২৫)

- ক্ষমার মধ্যে, আমরা যীশু খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি বহন করি।

খ্রীষ্টান হিসাবে এই পাপময় বিশ্বে খ্রীষ্টের নাম বহন করার জন্য আমাদের আহবান করা হয়েছে। আসলে, খ্রীষ্টান শব্দটির অর্থ ছোট, খ্রীষ্ট। খ্রীষ্ট ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন, এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং দোষীদের জন্য ক্ষমা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো, তাঁর প্রতিচ্ছবি বহন করতে আমাদের অবশ্যই অন্যকে ক্ষমা করতে রাজি থাকতে হবে, যেমন তিনি আমাদের ক্ষমা করেছেন। খ্রীষ্ট মন্ডলীকে ক্ষমা ঘোষনার জন্য আদেশ করেছিলেন। নিজের মধ্যে খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি বহন করতে আপনাকে অবশ্যই অন্যকে ক্ষমা করতে হবে।

”তখন যীশু বলিলেন, “পিতা তাদের ক্ষমা করুন, কারন তারা জানে না যে তারা কি করছে”।

পৃষ্ঠা- ৯

“.....যে বলে যে সে তাঁরই মধ্যে রয়েছে, সে যেমন চলতো তাকে সে ভাবে চলতে হবে।” (১ম যোহন ২: ৬)

* ক্ষমা মানসিক যন্ত্রনা , নিন্দা, শক্তির কেন্দ্র উৎস রোধ করে

ক্ষমা একজন ক্ষতিকারক মানুষকে সুস্থ করে বা মানসিক শান্তি এনে দেয়। তিজ্ঞতার বিষের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে; যাইহোক, এটি দোষ ও ন্যায়বিচারের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে না, তবে প্রায়শই একেবারে উপেক্ষা করে। মনে রাখবেন, আঘাত ও ক্ষোভ ঈশ্বরের কাছে থেকে পিছনে ফেলেছে, যখন ক্ষমার আনুগত্য করা স্বাধীনতা এনে দেয় এবং যখন এটি প্রযোজ্য তখনই কোনও সম্পর্ক শুরু করতে সক্ষম করে।

এই সত্যটি জোসেফের জীবনে প্রদর্শিত হয়, আদিপুস্তক অধ্যায় ৩৭-৪৫। তার ভাইদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা এবং দাসত্বের কাছে বিক্রি করে, তিনি তিজ্ঞতার মূলকে তার জীবনে ধরে রাখতে দিয়েছিলেন। বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে, যখন পরিবারটি পুনরায় একত্রিত হয়েছিল, তখন জোসেফ ক্ষমা করার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর জীবনে যে নিরাময় কাজ করেছিলেন, তার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তার ছেলের নাম রেখেছিলেন। (আদি পুস্তক ৪১: ৫১-৫২ পদ আমরা পড়ি)।

“যোসেফ তার প্রথম ছেলের নাম রাখলেন মনশিশি, কারণ তিনি বলেছিলেন, “ পিতা ঈশ্বর আমাকে আমার বাবার সমস্ত পরিবারের সমস্ত কষ্ট ভুলে গেছেন। ” “তিনি দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম রাখলেন, ” “ কারণ, ” তিনি বলেছিলেন, “ আমার ঈশ্বর আমাকে আমার কষ্টের দেশে ফলবান করেছেন”।

এই অংশে, ভুলে যাওয়া মানে স্মরণ করা বন্ধ করা নয়, বরং তার অর্থ চলে যাওয়া বা আঘাতের কারণে আপনার বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া বন্ধ করা। যোসেফের ফলপ্রসূতা সরাসরি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের উপর তাঁর বিশ্বাস স্থাপন এবং অন্যকে ক্ষমা করার সাথে সম্পর্কিত ছিল। মনে রাখবেন বিরক্তি মানে আবার অনুভূতি। বার বার তার অনুভূতিতে আঘাতটি বাড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, জোসেফ তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনার তদারককারী হিসাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে বেছে নিয়েছিলেন।

উদাসীনতা /ক্ষমা হীনতা অতীতে আমাদের বন্দী এবং একটি ফলবান জীবনের সম্ভবনাকে বাধাগ্রস্ত করে রাখে।

মিশরে যোসেফের বছর কালে, তিনি ঈশ্বরকে তার নিজের ভাইদের দ্বারা ভেঙ্গে যাওয়া হৃদয় নিরাময় করার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরে, যখন সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো, তখন তিনি তার ভাইদের প্রতি প্রেম, ক্ষমা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তার নিরাময়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। যোসেফ তাদের সাথে আদিপুস্তক ৪৫-তে কথা বলেছেন;

“এখন নিজেকে দুঃখি বা বিরক্ত করোনা, কারণ তুমি আমাকে এখানে বিক্রি করেছো, কারণ জীবন্ত ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করার জন্য আপনাকে আগে পাঠিয়েছিলেন....

এবং এক মহান উদ্ধার দ্বারা আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে.... তিনি তার সমস্ত ভাইকে চুম্বন করেছিলেন এবং কাঁদলেন। তাদের উপর এবং পরে তার ভাইয়েরা তার সাথে কথা বলেছিলো। কোনও দোষারোপ করা হয়নি এবং কোন ব্যথ্যা দাবি করা হয়নি, কেবল দয়া ও ক্ষমার আওয়াজ। যোসেফ এবং তার ভাইদের পুনরায় একত্রিত হয়ে নতুন সম্পর্ক শুরু করার জন্য পথটি পরিষ্কার করা হয়েছিলো।

- ক্ষমা সহজেই শত্রুতাকে কঠোর ভাবে দমন করে :

”... আগামীযুগে তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি করুণার দ্বারা তাঁর অনুগ্রহের ধন দেখিয়ে দিতে পারেন।”

ক্ষমা সকলকেই স্বাধীনতা এনে দেয়। ঈশ্বর যোষেফকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কিন্তু তার ভাইয়েরা তাদের ক্ষমা না করে যোষেফের অনুগ্রহের দুঃখ বহন করেছিলেন। মনে রাখতে হবে আমরা ক্ষমা করি কারণ খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমাদেরও ক্ষমা করেন। ঠিক একই ক্ষমা অপ্রাপ্ত এবং অপরিবর্তিত, আমরা অন্যায়ের কাছে ঋণী, এবং আমরা কি অপরাধ বোধ হিসাবে জানি তার অত্যাচারি বোঝা পুনরুদ্ধার করার জন্য, আমাদেরও মধ্যে কি কাজ করে?

যীশু যদি পাপীদের জন্য দয়া ও ক্ষমা না বাড়িয়ে দিতেন তবে আমরা সকলে চিরকালের জন্য অপরাধ বোধের জঞ্জালে থাকতাম। তিনি আমাদের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা আমাদের তাঁর সাথে পুনর্মিলন করা সম্ভব করেছিলো।

পুনর্মিলন

পুনর্মিলন হ'ল বন্ধুত্ব বা সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার করা, পার্থক্য নিষ্পত্তি করা বা সমাধান করা। এটা শত্রুতা দূরীকরণ, ঝগড়া কাটানোর উপর সেতু তৈরী করে। মিলন থেকে বোঝা যায় যে, একমত হওয়া দলগুলি পূর্বে বৈরী ছিল এবং একে অপরের থেকে পৃথক ছিল।

দৃষ্টব্যঃ এমন পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে পুনর্মিলন প্রয়োজন হয় না বা এমন কি দরকারও লাগে না যেমন:

- একটি আবেগ গত বা শারীরিক ভাবে আপত্তিজনক বাবা-মা বা প্রাক্তন স্ত্রীর ক্ষেত্রে।
- একটি অগোছালো ব্যক্তি যে আপনাকে বা প্রিয়জনকে আঘাত করে: ধর্ষণকারী, এবং মাতাল যে আপনার প্রিয়জনকে আঘাত করেছে বা হত্যা করেছে, শিক্ষক বা প্রশিক্ষক যিনি আপনাকে মৌখিক ভাবে আহত করেছে, ইত্যাদি।

পুনর্মিলন বিবেচনা করার সময় প্রজ্ঞা প্রয়োগ হয়, যা ক্ষমাশীলতার চেয়ে আলাদা। আমাদের সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য সমমনা প্রতিষ্ঠা করা জরুরী এবং যে পুনর্মিলন সফল ভাবে হয়েছে, তা রাগ এবং অশান্তির চেয়ে দয়া ও শান্তি সহকারেই আসবে।

”সর্বপ্রকার কটু কাটব্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ নিন্দা এবং সর্বপ্রকার হিংসা তোমাদের হইতে দূরীকৃত হউক। তোমরা পরস্পর মধুর স্বভাব ও করুণা চিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীস্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।” (ইফিষীয় ৪:৩১-৩২ পদ)।

শান্ত্র আমাদের নির্দেশ দেয় ” সমস্ত তিজতা ছেড়ে দিন.....আপনার কাছ থেকে দূরে থাকুক.... সদয় হোন.... কোমল হৃদয়যুক্ত, ক্ষমাশীল, এটি আমাদের পথ দেখান এবং এই প্রতিটি প্রশ্নের নির্দেশ দেয়”।

- আমরা কি ভাবে তিজতা দূরে রাখবো?
- আমরা যাকে অসন্তুষ্ট করেছি তার সাথে কি ভাবে মিলন করবো?
- আমরা অন্যকে যে আঘাত করেছি তা কি ভাবে ঠিক করবো?
- যে আমাদের অসন্তুষ্ট করেছে তাকে আমরা কি ভাবে ক্ষমা করবো?
- কি ভাবে আমরা কোন ভুল কাজ সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব অনুভূতি পরিবর্তন করতে পারি?

ক) আপনার যদি ক্ষমা করা প্রয়োজন হয়:

প্রয়োজনের একটি কাজ হিসাবে, আপনাকে অবশ্যই;

১: "ধন্য সেই, যাহার অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে।

৩-৫: আমি যখন চূপ করিয়াছিলাম, আমার অস্তি সকল ক্ষয় পাইতেছিল, কারন আমি সমস্ত দিন আত্ননাদ করিতেছিলাম। কারন দিবা রাত্র আমার উপরে তোমার হস্ত ভারি ছিল, আমার সরসতা গ্রীষ্মকালের শুষ্কতায় পরিনত হইয়াছিল। আমি তোমার কাছে আমার পাপ স্বীকার করিলাম, আমার অপরাধ গোপন করিলাম না, আমি কহিলাম, আমি সদাপ্রভুর কাছে নিজ অধর্ম স্বীকার করিব। তাহাতে তুমি আমার পাপের অপরাধ মোচন করিলে"। (গীত সংগীতা ৩২:১, ৩-৫)।

"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি; তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদেরকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।" (১ম:যোহন ১: ৯ পদ)

"পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক যেমন দূরবর্তী, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তেমন দূরবর্তী করিয়াছেন"। (গীত সংগীতা ১০৩: ১২ পদ)।

আপনাকে ক্ষমা করতে এবং তাঁর বাধ্য হওয়ার জন্য আপনাকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করতে তাঁকে অনুরোধ করে ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করার জন্য এই মুহূর্তে কিছু সময় নিন।

- ঈশ্বর একা পাপ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমা করেন এবং তিনি ভুলে যান। বিশ্বাসের দ্বারা, প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের পরম ক্ষমা এবং শুদ্ধি গ্রহণ করুন।
- "ক্ষমা একটি আবেগ নয়..... ক্ষমা করা ইচ্ছার একটি কাজ, এবং হৃদয়ের উদ্ভাঙ্গিতা নির্বিশেষে ইচ্ছাশক্তি কাজ করতে পারে"। (কেরি টেন বুম)

খ) যদি সম্ভব হয় তবে যাদের কাছে আপনি অবিচার করেছেন তাদের কাছে যান, বিনীতভাবে স্বীকারোক্তি করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

"অতএব যখন যজ্ঞবেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সনুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলিয়া যাও, প্রথমে তোমার ভ্রাতার সহিত সন্মিলিত হও, পরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও। (মথি ৫:২৩-২৪ পদ)

মথি ৫:২৩-২৪ পদ মেনে চলতে আপনার মন্তব্য লিখুন।

নাম এবং সংক্ষেপে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষমার জন্য কি বলা প্রয়োজন লিখুন।

ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে শক্তিশালী শব্দগুলির মধ্যে ছয়টি:

"আমি ভুল ছিলাম। দয়াকরে ক্ষমাকরুন আমাকে।"

যখন সম্ভব হয় সামনা সামনি করুন, তবে সরবরাহ বা সম্ভাব্য দ্বন্দের কারণে আপনি টেলিফোনে বা লিখিতভাবে ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

দ্রষ্টব্য: বিভ্রান্তি বা অন্যান্য বাধা যেন আনুগত্যের এই কাজকে বিলম্বিত না করে। আমাদের আধুনিক সমাজে টেলিফোন ডাক যোগাযোগ ইমেইল এবং টেক্সটিং আমাদের দ্রুত অন্যদের সাথে যোগাযোগ করাতে পারে। বিশ্বস্ত বিশ্বাসী খ্রীষ্টান বন্ধুর সাথে আপনার সিদ্ধান্তটি ভাগ করুন এবং তাদের সাথে আপনার প্রার্থনার সঙ্গী হতে অনুরোধ করুন এবং এই প্রতিশ্রুতিটি অনুস্মরণ করার জন্য আপনাকে দায়বদ্ধ রাখুন।

দ্রষ্টব্য: যে ব্যক্তি আপনার সাথে অন্যায় করে মারা গেছে, তার জন্য আপনি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

৩। প্রভুর সাথে তাঁর বাক্যে ও প্রার্থনায় প্রতিদিন সময় কাটান।

ক্ষমা না চাওয়া বা না দেওয়ার অনেক নেতিবাচক পরিনতির মধ্যে একটা হ'ল ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের একটি দিক। প্রভুর প্রশংসা করুন যে তিনি কখনই আমাদের ছেড়ে চলে যান না বা আমাদের ত্যাগ করেন না, তবে, আমাদের নিজস্ব হৃদয় হ'ল শীতল হয়ে যায় এবং আলাদা হয় বলে এই ভাবে তাঁর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা প্রভাবিত করে। আমি বিশ্বাস করি এটি এমন একটি পরিনতি যা ঈশ্বর আমাদের জীবনে ক্ষমা চর্চায় অনুপ্রানিত করার জন্য নঞ্জা করেছিলেন।

“কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে, ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।” (মথি: ৬:৩৩ পদ)।

তাঁর বাক্য পড়ে, এবং প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সময় কাটানোর সিদ্ধান্তটি লিখুন।

৪। ত্রুশটির অর্থ ভাবুন এবং যীশু আপনার পাপের জন্য নিজেকে ত্রুশে উৎসর্গ করেছিলেন / মৃত্যু বরন করেছিলেন।

“ কেননা পূর্বে আমরাও নির্বোধ, অবাধ্য ভ্রাতৃ নানাবিধ অভিলাষের ও সুখভোগের দাস, হিংসাতে ও মাৎসর্যে কালক্ষেপনকারী, ঘৃনাই ও পরস্পর ঘৃষকারী ছিলাম। কিন্তু যখন আমাদের ত্রানকর্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানবজাতির প্রতি প্রেম প্রকাশিত হইল, তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পূর্নজন্মের স্থান ও পবিত্র আত্মার নৃতনীকরণ দ্বারা আমাদের পরিদ্রাণ করিলেন, ”। (তীত ৩: ৩-৫ পদ)।

এই মুহূর্তে কিছুক্ষন সময় নিন এবং যীশুকে তিনি আপনার জন্য যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই; আপনার সমস্ত পাপ ক্ষমা করার জন্য; আপনাকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তর করার জন্য তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার জন্য; এবং তাঁর পবিত্র আত্মার দানের জন্য।

যদি আপনার ক্ষমার দরকার হয়:

১। প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলার এবং ক্ষমা করার শক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।

“যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আর সন্দেহ না কর..... কিন্তু এই পর্বতকেও যদি বল উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়ো, তাহাই হইবে”। (মথি ২১:২১ পদ)

ঈশ্বর আমাদের পাহাড় সরানোর শক্তি দিতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। এটি আপনার এভারেস্ট পর্বতমালাও হতে পারে।

“যখনই আমি ঈশ্বরের সামনে নিজেকে দেখি এবং কালভেরিতে আমার আশির্বাদি প্রভু আমার জন্য যা করেছেন তার কিছু উপলব্ধি করতে পেরেও আমি কাউকে কিছু ক্ষমা করতে প্রস্তুত, আমি তা আটকাতে পারি না, আমি এটি আটকাতেও যাইনি”। (ডাঃ মার্টিন লাইয়েড - জোস)।

আমরা জানি যে ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমরা অন্যকে ক্ষমা করি, তাই আমরা আত্ম বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, আমরা যদি এই শক্তি চাই তাহলে আমাদের তা দেওয়া হবে।

২। ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কাছে আপনার ক্ষমার কথা জানান।

১৪ পদ: “আর তাঁহার উদ্দেশ্যে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কিছু যাক্ষণ করি, তবে তিনি আমাদের যাক্ষণ শুনেন”। (১ম: যোহন ৫:১৪ পদ)।

১৯ পদ- “অতএব যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গাঁথিয়া তুলিতে পারি, আমরা সেই সকলের অনুধাবন করি”। (রোমিয় ১৪: ১৯ পদ)।

প্রেরনা পাওয়ার জন্য:

মথি ২২: ৩৬-৪০ পদ, প্রভুযীশু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় একটি অপরিহার্য সত্য প্রকাশ করেছিলেন: “গুরু ব্যবস্তার মধ্যে কোন আত্মা মহৎ? যীশু তাঁহাকে কহিলেন, “তোমার সমস্ত অন্ত:করন, তোমার সমস্ত প্রান ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে,” এটিই মহৎ ও প্রথম আত্মা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য: “তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে।” এই দুইটি আত্মাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদি গ্ৰন্থ নিহিত। যীশু নিজেই এ কথা বলেছিলেন যে অন্যকে ভালবাসা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি আমাকে ভালবাসার মতই সমান।

আমরা চাই যে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা নিয়মিত এটি চাই এবং এর উপর নির্ভর করি। ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা দেখান, এবং আমরা প্রথমে তাঁকে ভালবাসা এবং তারপরে অন্যকে ভালবাসার মাধ্যমে সাড়া দিতে পারি। এই পদ গুলি বলছেন যে অন্যের প্রতি আমাদের ভালবাসা আমাদেরকে কখনো ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষাগুলি বা আমাদের জন্য ইচ্ছার সাথে বিরোধী করে তুলবে। কিন্তু আমরা অন্যকে যে সমস্ত ভালবাসা প্রদর্শন করি তা তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্যের মধ্যই থাকবে। আমরা আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা বা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আনুগত্যের চেয়ে অন্যকে সন্তুষ্ট করার আকাঙ্ক্ষাকে রাখব না।

মথি- ৫:২২ পদটি পড়ি,

“কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ “আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে; আর যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে, রে নির্বোধ; সে মহাসভার দায়ে পড়িবে। আর যে কেহ বলে, রে মূঢ়; সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে।”

আসুন এই পদটির শব্দগুলিতে কিছু স্পষ্টতা নিয়ে আসি।

“তাঁর ভাইয়ের উপর রাগ” হওয়ার অর্থ: কাউকে চিন্তায়, শব্দে বা কৃতজ্ঞতার সাথে আচরণ করা। স্ত্রী বা শিশু, বন্ধু, কর্মচারী, এমন কি একজন অপরিচিত ব্যক্তিকেও প্রেমহীন আচরণ করা এবং পুনর্মিলন না করে বরং তাদের আচরণকে বধিত করা বিশ্ববাসীদের মধ্যে, আজ এটা কত সাধারণ?

পৃষ্ঠা - ১৪

- প্রতিযোগিতা শব্দের অর্থ কাউকে অবজ্ঞায় ধরে রাখা, বিচার করা বা বিশ্বাস করা বাধগনীয় বা কোন ভাবে আপনার চেয়ে কম হওয়া। বোকা শব্দের অর্থ এমন একজন যিনি নৈতিকভাবে মূল্যহীন এবং পরিব্রাজনের অযোগ্য। এগুলি গুরুতর অভিযোগ যা অনেক বিশ্বাসী অন্যের জন্য লক্ষ্য করে অন্যের কারণে। প্রভু প্রথম করিন্থীয় ৬:২০ পদে বলেছেন, "আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্যদ্বারা কৃত হইয়াছ। অতএব, তোমাদের দেহে এবং আত্মাতে ঈশ্বরের গৌরব কর।"

- আমাদের গৌরব করতে হবে বা অন্য কথায়, ব্যতিক্রম ব্যাতিত সকলকে খ্রীস্টের প্রতিফলন করতে হবে। অন্যদের প্রতি দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা বা আচরণ যদি খ্রীস্টের মত প্রেম না হয় তা অবিশ্বাসনীয় এবং ঈশ্বর ও ব্যক্তির উভয়ের কাছে অনুশোচনার দরকার।

মথি ৫: ২৩-২৪ পদে বলেছেন "অতএব তুমি যখন যজ্ঞবেদির নিকট আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সন্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলিয়া যাও, প্রথমে তোমার ভ্রাতার সহিত সন্মিলিত হও, পরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও"।

- আমরা কখন বেদিতে যাব? এটি যীশুর সাথে আমাদের সহযোগিতা উল্লেখ করেছে, আমাদের প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জানাতে এবং তাঁর কাছে অনুরোধ করতে। এটি আমাদের প্রতিদিনের ভক্তি এবং তাঁর মধ্যে থাকতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা। যোহন ১৫: ৫-৬ পদে বলেছেন, "আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয়; কেননা আমি ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।" মনে চলা মানেই সাথে থাকা; পবিত্র আত্মার মন্দির হওয়ার বিষয়ে অবিচিন্তিত সচেতনতায় বাস করা এবং এটি বলে যে, আমরা যদি এটি করি তবে প্রচুর ফলে ফলবান হতে পারব, কারণ তাঁর অনুগ্রহ ব্যতিত আমরা কিছুই করতে পারি না। সুতরাং বেদিতে যাওয়া মানেই যীশুর সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব, এবং ফল ধরে এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ অর্জনের আমাদের ক্ষমতা বোঝায়। যখন আমরা কাউকে ক্ষমা করি, হয় জিজ্ঞাসা বা দানের মাধ্যমে। ঈশ্বর বলেছেন আমরা তাঁর আশির্বাদ এবং অনুগ্রহ আশা করতে পারার আগে আমাদের অবশ্যই এটিকে পরিষ্কার করতে হবে। মথি সুসমাচার ৫: ২৩ পদে কোন দানের কথা বলেছেন? "অতএব তুমি যখন যজ্ঞ বেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ....."

১ শমুয়েল ১৫: ২২ পদে বলেছেন, "শমুয়েল কহিলেন, সদাপ্রভুর রবে অবধান করিলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভু প্রশ্ন হন? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আঞ্জা পালন উত্তম, এবং মেঘের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম"। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঈশ্বরের জন্য পরিষেবা এবং কাজ করা এই সমস্যার সমাধান করবে না।

১করিণ্থীয় ১১: ২৬-৩২ "কারণ যতবার তোমরা এই রুটি ভোজন কর, এবং এই পানপাত্রে পান কর, ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন। অতএব যে কেহ অযোগ্যরূপে প্রভুর রুটি ভোজন কিম্বা পানপাত্রে পান করিবে, সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের দায়ী হইবে। কিন্তু মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক এবং এই প্রকারে সেই রুটি ভোজন ও সেই পানপাত্রে পান করুক। কেননা যে ব্যক্তি ভোজন ও পান করে, সে যদি তাহার শরীর না চিনে, তবে সে নিজের বিচারাজ্ঞা ভোজন পান করে। এই কারণ তোমাদের মধ্যে বিস্তর লোক দুর্বল ও পীড়িত আছে, এবং অনেকে নিদ্রাগত হইতেছে। আমরা যদি আপনাদিগকে আপনারা চিনিতাম, তবে আমরা বিচারিত হইতাম না; কিন্তু আমরা যখন প্রভু কতৃক বিচারিত হই, তখন শাসিত হই, যেন জগতের সহিত দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত না হই।"

খ্রীস্টানরা কত বার গীর্জায় আসে এবং প্রথমে তাদের হৃদয় যাচাই করে এবং / বা কারণে বিরুদ্ধে পাপ করেছে কিনা তা দেখার জন্য তাদের হৃদয় পরীক্ষা না করেই তাদের আলাপচারিতা গ্রহণ করে এবং অনুশোচনা করে না বা সেই ব্যক্তির সাথে পুনর্মিলন করার পরিকল্পনা করে না?

রোমীয় ১৩:৮ পদে বলা হয়েছে, "তোমরা কাহারও কিছু ধরিও না, কেবল পরস্পর প্রেম করিও; কেননা পরকে যে প্রেম করে, সে ব্যাবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে।"

খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের প্রানে রয়েছে যে, ঈশ্বর নিজেই বলেছেন যে আমরা অন্যেরও কাছে খনী; তাদেরকে চিন্তা ভাবনা, এবং কথায় ভালবাসি, ভালবাসা এর মধ্যে রয়েছে যারা আমাদের ক্ষতি করেছে তাদেরকে ক্ষমা করা; অনেক খ্রিস্টান কারও প্রতি তিক্ততা, ক্ষোভ বা ক্ষমা করছেন। তারা এই অনুভূতি গুলিকে আশ্রয় দেওয়ার ন্যায্যতা দেয় কারণ এই ব্যক্তি এখনো কোনও প্রাপ্য পরিনতি প্রদান করেননি, বা তাদের আচরণের জন্য তারা কোনও দায়বদ্ধতা নেননি। এটি সমস্ত মানুষের জীবনের সত্য; আমাদের অন্যরা এমন কি আমাদের যারা ভালবাসবে বলে মনে হয় তাদের দ্বারা আমরা আহত হব। আমাদের বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী / স্ত্রী, কাকা, কাকী, বন্ধু, পালক, শিক্ষক, ইত্যাদি আমাদের অজানা এবং/অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে উভয়কেই আঘাত করতে পারে।

ক্ষমা শব্দটি একটি ক্রিয়া শব্দ। ঈশ্বর তাঁর বাক্যটি এই মুহূর্তে আপনার সাথে কথা বলার জন্য ব্যাবহার করছেন, যা সত্যকে প্রকাশ করে।

ক্ষমা করা সহজ কাজ নয়, সুতরাং আপনার একা দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করা উচিত নয়, তবে আপনাকে অনুস্মরণ করতে সহায়তা করার জন্য একজন পরিপক্ক খ্রিস্টান বন্ধু, স্ত্রী অথবা প্রার্থনা অংশীদারের সমর্থন এবং জবাবদিহীতা চাইতে হবে।

ক্ষমা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করার জন্য বা ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করেছেন এমন ব্যক্তির ক্ষমা চাইতে আপনার প্রতিশ্রুতি লিখুন। নিজেকে যোগাযোগের জন্য একটি সময় সীমা দিন, যাতে আপনি এটা বন্ধ না করেন!

"কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন।" (মথি ৬:১৪ পদ)।

কিছু ক্ষেত্রে, সরবরাহের কারণে ভ্রমের ব্যয়, আপনার কাছে সুরক্ষা বা আপনার যা বলতে হবে তা গ্রহণ করার জন্য অন্য ব্যক্তির ক্ষমতার কারণে কোনও চিঠি, ইমেইল, পাঠ্য বা টেলিফোন কল আপনার পক্ষে এটি সম্পাদন করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হতে পারে।

লিখিতভাবে কথা বলার বা যোগাযোগ করার সময় এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন:-

১। আপনি আপনার স্বর্গীয় পিতা যিনি আপনাকে ভালবাসেন এবং আপনার যত্ন নেন তাদের আনুগত্যের বাইরে এটি করেছেন। ক্ষমাশীলতার ফলস্বরূপ আপনি যে কারণে ও নিপিড়নের মুখে মুখি হয়েছিলেন তা থেকে তিনি মুক্ত থাকতে চান।

২। আপনার বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের প্রতিটি বিবরণ আপনাকে পুনরায় প্রচার করতে হবে না। অনেক সময়, বিশেষত যখন মা বাবাকে ক্ষমা করে দেন, তারা আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্য কি করেছে সে সম্পর্কে তাদের সম্পূর্ণ অজানা। অন্যান্য ক্ষেত্রে, অপরাধ গুলি যেমন; - অশোভন শারিরিক বা মানসিক নির্যাতন, ধর্ষণ, পিতা মাতা বন্ধু বা স্ত্রী বা স্ত্রীদ্বারা ত্যাগ, আপনার বিরুদ্ধে কথা বলা অপবাদ ইত্যাদির মত নির্লজ্জ হতে পারে। তার পরে আপনাকে কেন ক্ষমা করতে হবে সে সম্পর্কে আপনি আরও নিদৃষ্ট করে বলতে পারেন।

৩। অন্যকে তাদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য করার চেষ্টা করবেন না। ঈশ্বর আপনাকে তার বাক্য মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন, নালিশের এটার্নি, জুরি (নির্নয় কাজ), বিচারক হতে বা তারা কি ভুল করেছে তা স্বীকার করানোর চেষ্টা করার জন্য নয়।

৪। এটি সংক্ষেপ রাখুন : অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বেশি আবেগের কারণে আমরা নিজেরাই এমন কথা বলতে পারি, যে গুলি আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং প্রকৃতপক্ষে সভা চিঠি বা কথকথনের উদ্দেশ্যকে হ্রাস করে।

৫। শেষ অবধি (যদি প্রযোজ্য হয়), তাদের প্রতি তিজ্ঞতার আশ্রয় নেবার জন্য আপনাকে ক্ষমা করতে বলুন। মনে রাখবেন যে তারা যা করেছে তা ভুল এবং আপত্তিকর ছিল, তবে তিজ্ঞতা এবং ক্ষমাহীনতাও সমান ভাবে ভুল।

“যে দিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসারে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা মনুষ্যদের গুণ্ড বিষয় সকলের বিচার করবেন।” (রোমীয় ২: ১৬)।

“অতএব, হে মনুষ্য তুমি যে বিচার করিতেছ, তুমি যে কেহ হও, তোমার উত্তর দেবার পথ নাই; কারণ যে বিষয়ে তুমি পরের বিচার করিয়া থাক সেই বিষয়ে আপনাকেই দোষী করিয়া থাকো; কেননা তুমি যে বিচার করিতেছ তুমি সেইমত আচরন করিয়া থাক।” (রোমীয় ২:১ পদ)।

“আমি যে পরিমাপে অন্যকে ক্ষমা করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক তা হ'ল আমার জন্য আমার পিতার ক্ষমা, ক্ষমা করার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরকে বুঝতে পেরেছি।” (ফিলিপ কেলার)।

পরিবর্তন করতে পারেনি, কেবলমাত্র ঈশ্বরই আমাদের অন্তর পরিবর্তন করতে এবং আমাদের মনকে নতুনীকরণ করতে পারেন তবে আমরা কেবল তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করলেই তা ঘটবে।

আমরা প্রতিদিন একটি আধ্যাত্মিক যুদ্ধে জড়িত। শত্রু শয়তান চায় না যে আপনি ঈশ্বরের আনুগত্য করুন বা পাপের উপর জয়লাভ করুন এবং কষ্ট দিন; অতএব, তিনি অতীতের স্মৃতি, মন্দ চিন্তা, মিথ্যা, প্রলোভন এবং নিন্দা দিয়ে আপনার মনে আক্রমণ করবেন। আপনাকে অবশ্যই মানসিক আত্ম নিয়ন্ত্রনের অনুশীলন করতে হবে এবং আপনি কি এবং কার সাথে লড়াই করছেন তা মনে রাখতে হবে। “দ্রুত হইলে পাপ করিও না; সূর্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক; আর দিয়াবলকে স্থান দিও না।” (ইফিষীয় ৪: ২৬-২৭)

এই বাস্তবেই আমরা বাস করি। শয়তান আপনার জীবনে ভিত্তি হারাতে ঘৃণা করে। সে আপনার এই ধারণা পছন্দ করে না যে, সে আপনাকে ঈশ্বরের শান্তি এবং আনন্দ ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

আমি কি ভাবে আমার জীবনে শয়তানকে ধ্বংসাত্মক কাজ করার সুযোগ দেওয়া বন্ধ করবো?

১। চিন্তায় ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আপনার মনে প্রবেশ করে এমন প্রতিটি চিন্তাকে পরীক্ষা করে দেখুন এটি তাঁর থেকে আপনার দেহে, বা শত্রু থেকে এসেছে কিনা।

“আমরা মাংসে চলিতেছি বটে, কিন্তু মাংসের বসে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি না; কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে,”

ক্ষমায় আপনার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখা:

আপনি যে ব্যক্তিকে ক্ষমা করেছেন সে আপনার জীবনের নিয়মিত অংশ হতে পারে। সম্ভবত কোন পিতা মাতা, স্বশুর/ শাশুড়ী, আপনার সন্তান বা স্ত্রী/ আপনি যখন ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন বা তাদের ক্ষমা করেছেন তার পরে আপনি তখন আত্মার এবং মাংসের মধ্যে লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে পারেন।

“কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয় দমন: এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নাই। আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর তাহার মাংসকে তাহার মত ও অভিলাষ সহ ক্রুশে দিয়াছে। আমরা যদি আত্মার বশে জীবন ধারণ করি, তবে আইস আমরা আত্মার বশে চলি; অনর্থক দর্প না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন না করি, পরস্পর হিংসাহিংসি না করি।”(গালাতীয় ৫: ২২-২৬ পদ)।

ক্ষমা আপনাকে বদলে দিয়েছে, তবে অগত্যা তাদের পরিবর্তন করে না। ঈশ্বরের আপনার জীবনে একটি বড় বিজয় ছিল, আপনাকে আত্মসমর্পন এবং আনুগত্যের এই স্থানে নিয়ে আসে; তবে, তাদের অবস্থান এবং/তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন নাও হতে পারে। এবং তারা আপনার প্রতি তিক্ততা অবিরত রাখতে পারে; এই পরিস্থিতিতে আপনার প্রতিদিনের এবং সম্ভবত এই মুহূর্তে শক্তিময় ঈশ্বরকে তাঁর করুণা ও করুণার পথে চালিত রাখার জন্য তাঁর অপেক্ষা করা দরকার।

উদাহরণ স্বরূপ, আপনি কঠোর এবং প্রেমময় হওয়ার জন্য কোনও পিতামাতাকে ক্ষমা করেছেন, তিক্ততার আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাদের ক্ষমা করতে বলুন, তবুও কঠোর হয়েও তারা প্রেমময় হতে চলেছে। আপনার দেহ / মাংস আপনি অতীতে যেমন করেছিলেন তেমন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, তবে আপনি মুহূর্তে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করার সাথে সাথে ঈশ্বর আপনার জীবনে তার ফল উৎপাদন করতে বিশ্বস্ত থাকবেন।

“কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কড়ত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুঃস্থতার আত্মাগনের সহিত আমাদের মল্ল যুদ্ধ হইতেছে।” (ইফিষিয় ৬: ১২ পদে)

দুর্গ সমূহ ভঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী, আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টকে আজ্ঞাবহ করিতেছি”

(২য়: করিন্থিয় ১০: ৩-৫ পদ)।

“অবশেষে হে ভ্রাতৃগন, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরনীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সঙ্গুণ ও যে কোন কীর্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর।” (ফিলিপীয় ৪: ৮ পদ)।

২। প্রতিটি দৃষ্টান্তে প্রার্থনা করুন, তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য ঈশ্বরের শক্তি চান।

“তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় কর।” (রোমীয় ১২: ২১ পদ)।

“প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়।” (রোমীয় ১৫: ১৩ পদ)।

৩। যীশুর নামে শয়তানকে প্রতিরোধ করুন এবং তিরস্কার করুন - যুদ্ধ করুন।

“কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল যখন মোশীর দেহের বিষয়ে দিয়াবলের সহিত বাদানুবাদ করিলেন, তখন নিন্দায়ুক্ত নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু কহিলেন, প্রভু তোমাকে ভৎসনা করুন” (যিহূদা ১: ৯ পদ)।

“অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করেন, তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেলিয়া দাও; কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া থাক; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অবেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ কর; তোমরা জান, জগতে অবস্থিত তোমাদের ভ্রাতৃবর্গের সেই প্রকার নানা দঃখভোগ সম্পন্ন হইতেছে”।

(প্রথম পিতর ৫: ৬ - ৯ পদ)

“কারণ তোমরা সর্ব বিষয়ে আজ্ঞাবহ কিনা, ইহার প্রমাণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম। যাহার কোন দোষ তোমরা ক্ষমা কর, আমিও ক্ষমা করি; কেননা আমিও যদি কিছু ক্ষমা করিয়া থাকি, তবে তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তাহা ক্ষমা করিয়াছি, যেন আমরা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত না হই; কেননা তাহার কল্পনা সকল আমরা জ্ঞাত নই।” (২য়: করিন্থিয় ২: ৯ - ১১ পদ)।

ঈশ্বর চান আপনি শয়তানের সঙ্কল্প সম্পর্কে সচেতন হোন যাতে আপনি বিজয় লাভ করে ক্ষমাশীলতা হ'ল শয়তানের অন্যতম শক্তিশালী কৌশল যা ঈশ্বরের লোকদের বেঁধে রাখার জন্য! যীশু আমাদের শত্রুদের প্রতারনা এবং মিথ্যাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শাস্ত্র ব্যবহারের গুরুত্ব দেখিয়েছিলেন (মথি ৪: ৪, ৭ এবং ১০ পদে)। ঈশ্বরের দৃষ্টি কোনে বাইবেল সংক্রান্ত কোনও চিন্তা ভাবনা রোধ করার জন্য উপরের শাস্ত্রপদগুলি এবং এই অধ্যয়নের অনেকগুলি শাস্ত্রপদ ব্যবহার করে একটি কার্যকর পরিকল্পনা করুন। শাস্ত্র লিখতে লিখতে কিছু ৩/৫ সূচক কার্ড ব্যবহার করুন। তারপর এগুলিকে আপনার পকেটে নিয়ে এবং সকাল ও রাতে পর্যালোচনা করে মুখস্ত করার চেষ্টা করুন। এই বিষয়গুলির উপরে প্রার্থনা করার সময় এবং মুখস্ত করার সময় আপনি ঈশ্বরের বাক্যটি আপনার হৃদয়ে লুকিয়ে রাখবেন (গীতা সংগীতা ১১৯: ১১ পদ) এবং আপনি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিতে পারবেন, নিজেরকাছে সত্যকে শক্তিশালী করতে, মন্দ চিন্তাগুলি প্রতিস্থাপন করতে এবং শত্রুকে যিশুর মত করতে পারবেন, যে ভাবে যীশু করেছিলেন। শত্রু যখন যীশুর কাছে মিথ্যা এনেছিল, তখন যীশু বলেছিলেন “লেখা আছে” (মথি ৪: ৪, ৭ পদে) এবং তার কাছে উদ্ধৃত শাস্ত্রের উদ্ধৃতি, আমাদের অবশ্যই তা করতে হবে। সত্য সর্বদা বিরাজ করবে।

আপনার সীমানা স্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে।

এটি জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যখন ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বা জিজ্ঞাসা করেন তখন এটি অন্য ব্যক্তিকে আপনার অসন্মানজনক ভাবে/ বা কঠোর আচরন করার জন্য মুক্তি দেয় না।

উদাহরন: আপনার মা যখন আপনাকে লালন পালন করে বড় করে তোলেন তখন তিনি খুব কঠোর বা শাসন করতেন। কিন্তু আপনি বড় হয়ে বা বিবাহ করে সংসারী হলে ক্ষমা করে চলে যান। তখন আপনি সম্পর্কের একটি সীমানা নির্ধারণ করতে পারেন। বলতে পারেন “মা” আমি আপনার সাথে সম্পর্ক পুনরায় ফিরে পেতে চাই তবে প্রয়োজনে কিছুটা সীমানা/দূরত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আমার প্রয়োজন আপনি আমার সাথে একটি প্রেমময় উপায়ে কথা বলুন এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনার প্রতিও তাই করবো। আমাদের মধ্যে কেউ যদি অপরটির সাথে নির্দিধায় কিছু বলে তবে আমরা ক্ষমা চাইতে এবং/ অথবা এ বিষয়ে কথা বলা বন্ধ করার চেয়ে আমরা “সেই আঘাত” এবং অথবা “আমি এ বিষয়ে কথা বলতে চাই না” বলতে পারি। যদি এই সীমাগুলি সন্মান না করা হয় তবে আমি ছেড়ে চলে যাব/ বা চূপ হয়ে থাকবো এবং আমরা কিছু দিনের জন্য কথা বলবো না। “মা” আমরা যদি সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই তবে কেবল সত্যই আমরা জানতে পারি যে একে অপরকে ভালবাসি এবং ক্ষমা করি”।

- আমার ক্ষমা করার প্রয়োজনের লোকটি যদি ধৃত হয়? আমি কি তাকে এখনো ক্ষমা করতে পারি?

তিক্ততা মানব জীবনে/হৃদয়ে বেঁচে থাকে তিক্ততার বস্তুটি মারা যাওয়ার অনেক পরে। অনেক দুর্বল অবস্থার আত্মাকে নিরাময়ের জন্য ক্ষমাটিকে শক্তিশালী ঔষধ হিসাবে দেখানোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ; এই ক্ষমারূপ “প্রতিষেধক” গ্রহন করুন এবং ঈশ্বর কর্তৃক যে সুস্থতা তা আনতে পারেন, এমন কি আপনার প্রনকে কষ্ট দেয় এমন কার্যকর করা বিষয়গুলি পূরণ করতে পারেন। অপরাধীর মৃত্যু ঈশ্বরের বাক্যকে বাতিল করে না; বাইবেলের ক্ষমার জন্য আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। আপনাকে অবশ্যই প্রভুর কাজে স্বীকারোক্তি দিয়ে শুরু করতে হবে; স্বীকার করার অর্থ নিজের অপকর্ম দোষ বা পাপকে স্বীকৃতি দেওয়া বা প্রকাশ করা। আপনার স্বীকারোক্তি উচ্চস্বরে প্রকাশ করা এবং বিশ্বস্ত বন্ধু, স্ত্রী, পালক, পরামর্শদাতা ইত্যাদির উপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির ক্ষমা প্রকাশের জন্য এটি সহায়ক হয়।

- আপনাকে পথ প্রদর্শনে সাহায্য করতে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি ব্যবহার করুন:-

প্রভু যীশু ক্রুশে মারা যাবার জন্য এবং আমার সমস্ত পাপের জন্য আমাকে ক্ষমা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তোমার কাছে আমি শক্তি যাধুনা করি যেন তোমাকে মেনে চলতে পারি এবং তোমার ক্ষমার বাণী বলতে পারি। আমি ক্ষমাকারণআমি আপনাকে আমার কষ্টগুলি সরিয়ে নিতে এবং এটিকে এতদিন ধরে রাখার জন্য ক্ষমা করতে বলছি। যীশু নামে আমি এই প্রার্থনা করি। আমেন।

• যাকে আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি সে ব্যক্তি যদি সম্পর্কের পুনর্নির্লন করতে না চায়?

ক্ষমা এবং ক্ষমা প্রদান, যদি অন্য ব্যক্তি আপনাকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করে বা তারা আপনার প্রতি তাদের ভুল স্বীকার না করে, তবে ঈশ্বর আপনাকে তাঁর আনুগত্যের জন্য আশির্বাদ করবেন এবং তাঁর জীবন, তাঁর শান্তি, অনুগ্রহ এবং করুণা বর্ষন করবেন। আপনি এখনো দাসত্ব থেকে তাঁর স্বাধীনতা অনুভব করবেন।

অন্য ব্যক্তি যা বলতে পারে বা করতে পারে তার উপরে আপনি কোনও প্রত্যাশা বা প্রয়োজনীয়তা স্হাপন করতে পারবেন না, তবে সমস্ত কিছু প্রভুর কাছে সমর্পন করুন এবং আপনার পরিস্থিতির মাঝে কাজ করতে তাঁকে বিশ্বাস করুন। আনুগত্যের এই ক্রিয়াকলাপের সাথে অনেক লোক মুখো মুখি হয়।

আমাদের অবশ্যই নিজের বোঝার উপর বুঝতে হবে না, তবে ঈশ্বর ও তাঁর ইচ্ছার আনুগত্য ও আত্ম সমর্পন করা। তিনি আমাদের শাসন, সুরক্ষা এবং আমাদের মুক্ত করার জন্য আধ্যাত্মিক আইন দিয়েছেন। তাঁর শব্দ আমাদের এই আইনগুলি কি ভাবে অনুস্মরণ করতে হয় সে সম্পর্কে বোঝাপড়া এবং নির্দেশনা দেয়। আমাদের মাংস, অহংকার এবং ভয় আমাদের এই পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর ও বাধ্য হওয়া থেকে বিরত রাখবে, তবে পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে আমরা পরাস্ত করতে পারি।

“তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর উপর নির্ভর কর এবং নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করো না; তোমাদের সমস্ত উপায়েই তাঁকে স্বীকৃতি দাও, এবং তিনিই তোমাদের পথ প্রদর্শন করবেন” (উপদেশক ৩: ৫-৬ পদ)।

এই প্রার্থনাটি করুন:

“ প্রভু যীশু, আমি এই পরিস্থিতিতে আপনাকে বিশ্বাস করার শক্তির জন্য প্রার্থনা করি। আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করুন যে আমি এটি আপনার জন্য করছি। আমি কোন কিছুর জন্যতাকাচ্ছি না, তবে আমার জীবন আপনার হাতে রাখি। আমি এই ব্যক্তির সাথে পুনর্মিলনের জন্য প্রার্থনা করি, তবে আমি জানি যে, আমি কেবল আমার অংশটিই করতে পারি। আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করিযাতে তোমার গৌরব হয়। আমি আপনার ফলাফল সহ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। যীশু নামে আমি এই প্রার্থনা করি। আমেন।

উপসংহার

ক্ষমা করা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে তবে আমরা যখন ক্ষমা না করি তখন জীবন আরও কঠিন হয় কারণ আমরা পাপকে আশ্রয় দিচ্ছি এবং যীশু ক্রুশে আমাদের জন্য যা করেছিলেন তা ভুলে যাচ্ছি। ক্ষমাশীল ঈশ্বরের ক্ষমা আমাদের অভিজ্ঞতা সরাসরি অন্যদের ক্ষমা করার ক্ষমতা সম্পর্কিত। অন্যকে ক্ষমা করার প্রস্তুতি এক ইঙ্গিত দেয় যে আমরা সত্যই আমাদের নিজের পাপ থেকে অনুতপ্ত হয়েছি, আমাদের জীবন সমর্পন করেছি, এবং ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়েছি। ঠিক পূর্বেই ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত হৃদয় অন্যের প্রতি কঠোর হতে পারে না।

গর্ব এবং ভয় আমাদের ক্ষমা এবং পূর্মিলন থেকে বাঁচায়। দিতে বা অস্বীকার করা, আপনার অধিকারের প্রতি জোর দেওয়া এবং নিজেকে রক্ষা করা এই সমস্ত ইঙ্গিত যা স্বার্থপর, অহংকার আপনার জীবনকে প্রভুর পরিবর্তে শাসন করে। ভয় যখন “ কি যদি? আপনাকে গ্রাস করেছে এবং নিয়ন্ত্রন করেছে, বিশ্বাসের জন্য, ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার জন্য প্রার্থনা করুন। শত্রু রাখা খুব ব্যায় বহুল: (মথি ১৮: ২১- ৩৫ পদ), সতর্ক করে যে, একটি ক্ষমাশীল মনোভাব আপনাকে একটি সংবেদনশীল কারাগারে রাখবে।

“ ক্ষমা দ্বারা আরক্ত হওয়া প্রথম, এবং প্রায়শাই ব্যক্তি হ'ল ক্ষমাশীল ব্যক্তির আমরা যখন সত্যিকার অর্থে ক্ষমা করি, তখন আমরা একজন বন্দিকে মুক্ত করি এবং তারপরে আবিষ্কার করব, যে মুক্ত হয়েছে সে এবং আমি পূর্বের মতই আছি বা ছিলাম”।

(লুইস সমেডেস)

